



## 7859 - শাওয়াল মাসে ছয় রোজা রাখার ফজলিত

### প্রশ্ন

শাওয়াল মাসে ছয় রোজা রাখার হুকুম কি? এই রোজাগুলো রাখা কি ফরজ?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রমজানরে সিয়াম পালনরে পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোজা রাখা সুন্নত-মুস্তাহাব; ফরজ নয়। শাওয়াল মাসে ছয়দিন রোজা রাখার বধিান রয়েছে। এ রোজা পালনরে মর্যাদা অনেকে বড়, এতে প্রভূত সওয়াব রয়েছে। যবে ব্যক্তিএ রোজাগুলো পালন করববে সে যনে গটো বছর রোজা রাখল। এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সহহি হাদসি বর্ণতি হয়েছে। আবু আইযুব (রাঃ) হতে বর্ণতি হাদসিে এসছেে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যবে ব্যক্তি রমজানরে রোজা রাখল এরপর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোজা রাখল সে যনে গটো বছর রোজা রাখল।”[সহহি মুসলমি, সুনানে আবু দাউদ, জামে তরিমজি, সুনানে নাসায়ী ও সুনানে ইবনে মাজাহ]এ হাদসিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য বাণী দিয়ে ব্যাখ্যা করছেন তিনি বলেন: “যবে ব্যক্তি ঈদুল ফতিররে পরে ছয়দিন রোজা রাখববে সে যনে গটো বছর রোজা রাখল:যবে ব্যক্তি একটিনেকে করববে সে দশগুণ সওয়াব পাবে।”অন্য বর্ণনাতাে আছে- “আল্লাহ এক নকেকিে দশগুণ করনে। সুতরাং এক মাসরে রোজা দশ মাসরে রোজার সমান। বাকী ছয়দিন রোজা রাখলে এক বছর হয়ে গলে।”[সুনানে নাসায়ী, সুনানে ইবনে মাজাহ]হাদসিটি সহহি আত-তারগীব ও তারহীব (১/৪২১) গ্রন্থেও রয়েছে। সহহি ইবনে খুজাইমাতে হাদসিটিএসছেে এ ভাষায়- “রমজান মাসরে রোজা হচ্ছে দশ মাসরে সমান। আর ছয়দিনরে রোজা হচ্ছে- দুই মাসরে সমান। এভাবে এক বছররে রোজা হয়ে গলে।”

হাম্বলি মায়হাব ও শাফয়ী মায়হাবরে ফকাহবদিগণ স্পষ্ট উল্লেখ করছেন যবে, রমজান মাসরে পর শাওয়াল মাসে ছয়দিন রোজা রাখা একবছর ফরজ রোজা পালনরে সমান। অন্যথায় সাধারণ নফল রোজার ক্ষেত্রেও সওয়াব বহুগুণ হওয়া সাব্যস্ত। কেননা এক নকেতিে দশ নকে দয়ো হয়।

এ ছাড়া শাওয়ালরে ছয় রোজা রাখার আরও ফায়দা হচ্ছে- অবহলোর কারণে অথবা গুনাহর কারণরেমজানরে রোজার উপর যবে নতেবাচক প্রভাব পড়ে থাকে সটো পুষিয়ে নয়ো।কয়োমতরে দিনি ফরজ আমলরে কমত নিফল আমল দিয়ে পূরণ করা হববে। যমেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: কয়োমতরে দিনি মানুষরে আমলরে মধ্যে সর্বপ্রথমনামায়রে হিসাব



নয়ো হবো।তিনি আরো বলেন: আমাদরে রব ফরেশেতাদরেকো বলেন -অখচ তিনি সবকছু জাননে- তোমরা আমার বান্দার নামাযদখে; সকেি নামায পূর্ণণভাবে আদায় করছেো নাকি নামাযে ঘাটতি করছেো। যদি পূর্ণণভাবে আদায় করে থাকে তাহলে পূর্ণণ নামায লখে হয়। আর যদি কছু ঘাটতি থাকে তখন বলেন: দখে আমার বান্দার কোন নফল নামায আছে কনি? যদি নফল নামায থাকে তখন বলেন: নফল নামায দিয়ে বান্দার ফরজরে ঘাটতি পূর্ণণ কর। এরপর অন্য আমলরে হিসাব নয়ো হবো।[সুনানে আবু দাউদ]

আল্লাহই ভাল জাননে।